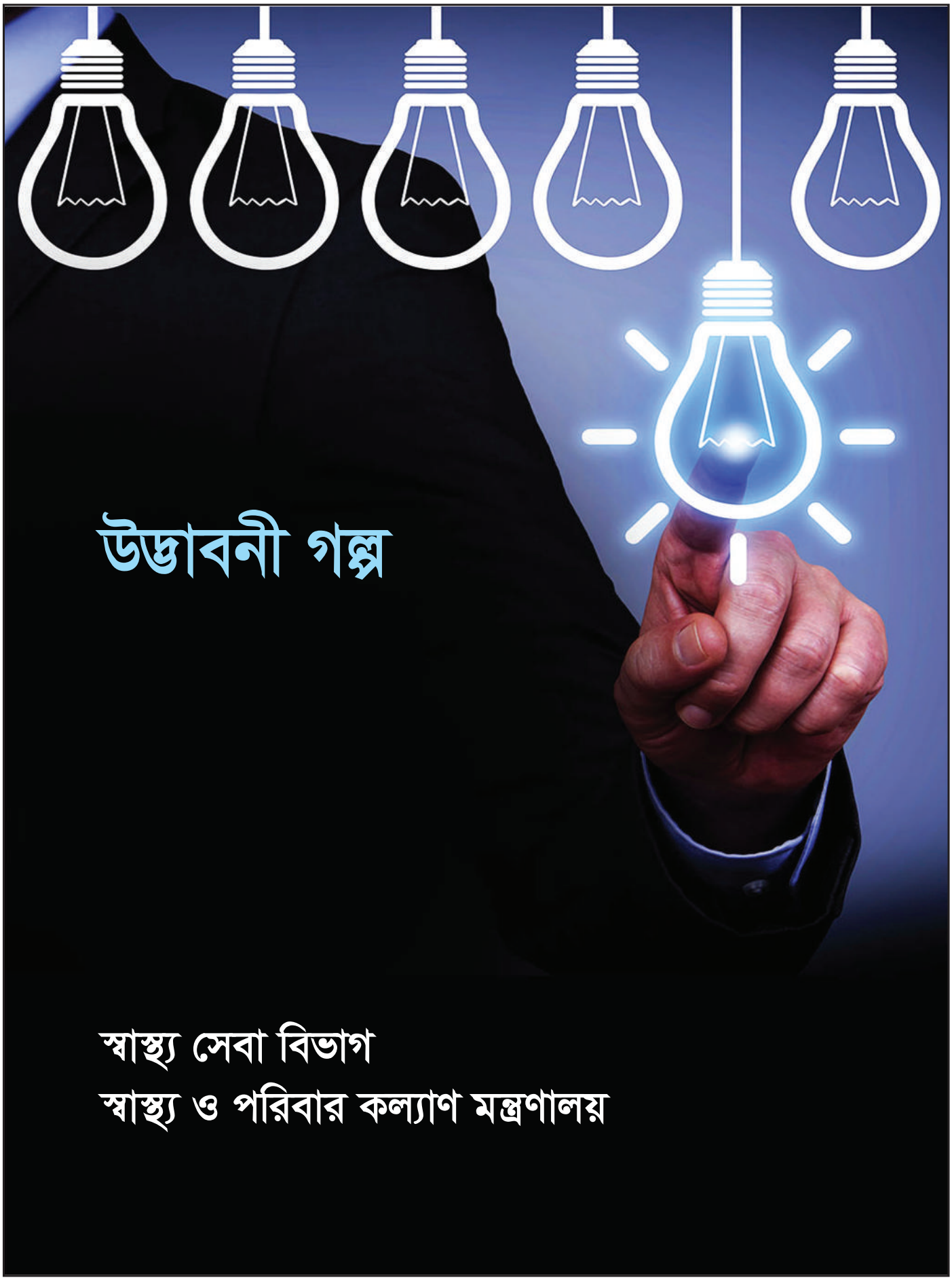

উদ্ভাবনী গল্প

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সরকারি হাসপাতালে বহিঃবিভাগে সেবা প্রদান সহজীকরণ

ডাঃ এ কে এম শামছউদ্দিন,
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উজিরপুর, বরিশাল।

বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিলেও অনেক সময় তা ভোগ করতে পারেনা দরিদ্র জনগণ। হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকগণ নানা ধরণের টেস্ট দেয়। সেগুলো করার অর্থ তাদের থাকে না বলে দরিদ্র জনগণ হাসপাতাল মুখো হয় না। আবার হাসপাতালে গেলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে হয় বলে দিন আনে দিন খাওয়া মানুষ হাসপাতাল মুখো হতে চায় না। কারণ হাসপাতালে গেলে ঐদিন আর কাজে যেতে পারে না। বাংলাদেশের সকল দরিদ্র এলাকায় এই একই চিত্র। ডাঃ এ কে এম শামছউদ্দিন, বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দেওয়ার পর উজিরপুর উপজেলার নদী ভাঙ্গন এলাকায় এই অবস্থা বেশি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থাকা সত্ত্বেও এর সুফল ভোগ করতে পারছেনা এলাকার দরিদ্র জনগণ। স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা নিতে দরিদ্র জনগণ গ্রাম্য ডাক্তার ও কবিরাজের কাছে ভিড় করছে। ফলে সুচিকিৎসা না পেয়ে অকালে মারা যায় বা আজীবন পঙ্গু হয়ে যায় অনেকে। এটুআই প্রোগ্রামে উদ্ভবনীর উপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি চিন্তা করতে লাগলেন সমাজের অতি দরিদ্র জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা দেওয়া যায়। তিনি ভাবলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের মধ্য থেকে দরিদ্র রোগীদের আলাদা করা যায় এবং তাদেরকে বিনামূল্যে টিকিট ও টেস্ট করানো যায় তাহলে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া সহজ হবে। বিষয়টি নিয়ে এটুআই এর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানালেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের জন্য কিছু ফান্ড দেন। ডাঃ বেছে নিলেন উজিরপুরের বানবাইল ইউনিয়নের ধামসরা গ্রামের মানুষকে যাদের পেশা ছিল মাছ ধরা ও পানচাষ। দরিদ্র রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য তিনি একটি প্রকল্প হাতে নিলেন। প্রকল্পটিতে কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হয়। তিনি প্রকল্পটির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ডাটাবেজ তৈরি করেন। উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করেন। প্রকল্প সম্পর্কে তার মুখ দিয়েই শোনা যাক- ডাঃ এ কে এম শামছউদ্দিন বললেন, "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা পদে যোগদানের পর আমার লক্ষ্য ছিল মানুষকে হাসপাতাল মুখো করা। তা কিভাবে করা যায় সেটি আমি খুঁজছিলাম। আমার মনে উদয় হলো যদি স্বাস্থ্য সেবা প্রবেশদার আরো সোজা ও সহজ করা যায়। মানুষের অপেক্ষার সময়টা কমানো যায় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার সরকারি চার্জ দরিদ্রদের জন্য তুলে দেওয়া যায় তাহলে মানুষ সরকারি হাসপাতাল মুখো হবে। ধামছড়া গ্রামকে আমি বেছে নিলাম পাইলটিং এর জন্য।" প্রকল্পটির পাইলটিং চলেছে আগস্ট ২০১৪ থেকে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত।

ডাঃ এ কে এম শামছউদ্দিন জানান প্রকল্পটির গ্রহণের আগে নিম্নরূপ সমস্যা ছিল :

ক) টিকিট কাউন্টারে এসে দীর্ঘক্ষন লাইনে দাড়িয়ে সময় ক্ষেপন (সময়: ১ থেকে ২ ঘন্টা)
খ) চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে লাইনে দাড়িয়ে সময় ক্ষেপন (সময়: ১ থেকে ২ ঘন্টা);
গ) চিকিৎসা নিতে বেশি সময় লাগত বলে যেদিন হাসপাতালে আসত ঐদিন আর কাজে যেতে পারত না। ফলে অনেকে হাসপাতাল বিমুখ হয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজের কাছে চিকিৎসা নিত। ঝাড় ফুকের দিকে যেত।
ঘ) রোগীরা কি ওষধ সেবন করছে বা রোগের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিকমত বলতে পারত না।
ঙ) দরিদ্র রোগী চিহ্নিত হয় না বিধায় দরিদ্র রোগী ফ্রি চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

তিনি দেখলেন সমস্যাটির মূল কারণ হিসাবে দরিদ্র জনগোষ্টি চিহ্নিত না হওয়া এবং তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকেই অনুধাবন করলেন।

সেবা প্রদানের ধাপ :

ডাঃ এ কে এম শামছউদ্দিন জানান, "উজিরপুর হাসপাতালে সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্র রোগীদের জন্য একটি আলাদা এটুআই কর্ণার খোলা হয়। সেখানে কার্ড দেখে রোগীদের সেবা দেওয়া হয়। " তিনি আরো জানান, "আমরা স্বাস্থ্য কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দরিদ্র রোগীর ডাটা সংগ্রহ করেছি। স্বাস্থ্য কর্মীগণ ডাটা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তার নিকট দাখিল করে। ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়। এরপর সফটওয়ার প্রস্তুত করে ডাটা এন্ট্রি করা হয়। এর পর হেল্থকার্ড প্রস্তুত করে রোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।"

হেলথ কার্ডের সুবিধা:

হেলথ কার্ড নিয়ে কিভাবে কাজ করে এ বিষয়ে ডাঃ সানজিদা খান, মেডিকেল অফিসার, উজিরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জানান, প্রথমে আমাদের সনাক্ত করতে হচ্ছে যে আমরা হেলথ কার্ড কাদেরকে দিতে যাচ্ছি। আমরা যারা হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত, বয়স্ক মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা পথ শিশু এদেরকে দেয়ার চেষ্টা করছি। হেলথ কার্ড দেওয়ার সময় তাদেরকে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে দিয়েছি আইডেন্টিফাই করার জন্য। যখন হেলথ কার্ড নিয়ে আলাদা কোন রোগী আসছে তখন আমরা এটু আই কর্ণার থেকে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ডাঃ সানজিদা আরো জানান, হেলথ কার্ড দেওয়ার ফলে অনেক সুবিধা হয়ে চিকিৎসকদের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে। রোগীরা চিকিৎসা নিতে এসে অতীত রোগের কোন ইতিহাস বা কি ওষুধ খাচ্ছে তা বলতে পারত না। যার ফলে তাদের চিকিৎসা দেওয়া খুব কঠিন ছিল। হেলথ কার্ডের কারণে এই সমস্যা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কারণ যখনই কোন রোগী আসছে তাদের রোগের ইতিহাস, কি ঔষধ পত্র সেবনের ইতিহাসে এবং পরিবারের ইতিহাস জানতে পারছি। কার্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে। পরবর্তীতে চিকিৎসা সেবা দেওয়া অনেক সহজ হচ্ছে।

ফলাফলঃ প্রকল্পটির ফলাফল অসামান্য। এর মাধ্যমে রোগীর সময়, খরচ ও যাতায়াত প্রায় ৭০% কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। রোগীর চিকিৎসাজনিত সকল তথ্য Secure Web Base এর মাধ্যমে সংরক্ষন করা হয় এবং রোগীর প্রয়োজনে যে কোন সময় তা রোগীকে সরবরাহ করবে। Secure Web Base করায় রোগীর রোগের সমস্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

হেলথ কার্ডের সুবিধা সম্পর্কে একজন বয়স্ক রোগী বলেন, "হেলথ কার্ডটি করে আমি ভালো ঠেকছি, ফ্রি ঔষধ ও পরীক্ষা পাইছি। লাইনে দাঁড়ানো লাগে নাই। ভালো ঠেহে আল্লায় দিলে।" একজন মধ্য বয়সী নারী রোগী জানান, "আগে আসলে সিরিয়াল ধরে থাহা লাগতে এহন আর সিরিয়াল ধরে থাহা লাগে না। ফ্রি ঔষধ ও পরীক্ষা পাইসি।" একজন গর্ভবতী নারী জানান, "আগে আসলে লাইনে দাড়ায় থাহা লাগদে। এহন আর লাগে না। ওষধ টেস্ট ফ্রি পাই।" আরেকজন রোগী জানান, "আগে হাসপাতালে আসলে ঐদিন আর কামে যাতে পারতাম না। হেলথ কার্ডের ফলে আমরা এহন কামে যাতি পারি।"

টিকিট কাউন্টার

চিকিৎসকের চেম্বার

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

ডাঃ তিনি বলেন, কাজ করতে গেলে অনেক চ্যালেঞ্জ আসে। প্রথম চ্যালেঞ্জটি আসে আমার সহকর্মীবৃন্দের কাছ থেকে। স্থানীয় দালাল, টাউটদের এই কার্যক্রম সম্পর্কে অপপ্রচার চালায়। স্থানীয় ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি মালিকদের এই কার্যক্রম সম্পর্কে বিরোধিতা ও অপপ্রচার।

প্রকল্পটির কার্যক্রম

- দরিদ্র রোগী চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।
- হেলথ্ কার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিতরন করা হয়েছে।
- SMS এর মাধ্যমে রোগীর সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- Secure Web Based এর মাধ্যমে রোগীর সকল তথ্য সংরক্ষন করা হয়েছে (যেমনঃ রোগীর পূর্ববর্তী সকল রোগ বিষয়ক ইতিহাস)
- রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষার সকল তথ্য সংরক্ষন করা যা পরবর্তিতে
- রোগীর প্রয়োজনে যে কোন সময় রোগী সংগ্রহ করতে পারবে,
- রোগীর রক্তের গ্রুপ,
- রোগী কোন ঔষধের প্রতি অতি-সংবেদনশীল,
- রোগীর পরিবারের কোন সদস্যের বিশেষ কোন রোগ যা জেনিটিকালি একই পরিবারের অন্য সদস্যদের আক্রান্ত করতে পারে
- মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে প্রসব পূর্ববর্তী ও বর্তমান প্রসূতি বিষয়ক ইতিহাস।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান (অর্থাৎ এসাইনড্ মেডিকেল অফিসারের নিকট রক্ষিত মোবাইল ফোনটি সার্বক্ষণিক খোলা রেখে তার মাধ্যমেরোগীকে কাংক্ষিত সেবা প্রদান করা।)

সুবিধা ভোগী

চিকিৎসা প্রত্যাশী জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ (ধামসর গ্রামের ১৫০০ জনগন)

প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের শোকেসিংয়ে প্রকল্পটি রেপ্লিকেশন ও স্কেল আপের জন্য নির্বাচিত করা হয়। প্রকল্পটিকে পাইলটিং করার জন্য ৬৪ জেলার সচিব স্বাক্ষরিত ডিও লেটার প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের শিরোনাম ঃ কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো”

বাস্তবায়নকারী কর্মকতা ঃ ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ আচার্য্য
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

পটভুমি/ভুমিকা : স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম ব্রত। সরকারের এই ব্রতকে বাস্তবে রূপদান করতে নিলরস কাজ করে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য গড়ে তুলছে কমিউনিটি ক্লিনিক। সরকারের এই প্রচেষ্টার ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এতকিছুর পরেও মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার অনেক স্থানে বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে এখনো কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে বেশি। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। স্বাস্থ্য খাতে এই সমস্যা সমাধানে যে কজন ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন তাদের অন্যতম পথ প্রদর্শক ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ আচার্য্য। তিনি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতে যোগ করলেন এক নতুন অধ্যায়। দেখালেন কিভাবে স্বল্প খরচের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার শুন্যের কোঠায় আনা সম্ভব। শুধু তত্ত্ব নয়। বাস্তবেও করে দেখালেন রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার শিলমাড়ি ইউনিয়নের সাধনপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে। গল্পটা এবার তার মুখ দিয়ে মোনা যাক- “আমি ২০১৪ সালে যখন পুঠিয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করলাম। তখন দেখলাম শিলবাড়ি ইউনিয়নটি এলাকার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে প্রায় ২৫ কিঃ মিঃ এবং সেখানে কোন ডাক্তার নাথাকায় সেই একালায় গর্ভবতী মহিলারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ফলোআপের জন্য তাদেরকে ২৫+২৫=৫০কিঃমিঃ রাস্তা অতিক্রম করে স্বাস্থ্যসেবা নিতে হচ্ছে যা একই সাথে ঝুকিঁপূর্ণ, সময় সাপেক্ষ্য এবং ব্যয়বহুলও বটে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে অনেক দুরে হওয়ায় গর্ভবতী মায়েরা সময়মত চেকআপ করাতে পারে না। মায়েরা নবজাত শিশুদের কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে, সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় পথে আনতে আনতে অনেক মা ও শিশু মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি উপজেলার বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিদর্শন করে মর্মাহত হলাম। মনে হলো মানুষ না জানার কারণে মানুষের এই দূরাবস্থা। এই অঞ্চলের কমিউনিটি ক্লিনিক থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময় রেফার না, মানুষের অজ্ঞতা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দূর হওয়ার কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার বেশি। শুধু নরমাল প্রসবের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমবে।“ তিনি আরো বললেন, “আমার মনে উদয় হল গ্রামে ভ্যানগাড়ি বেশ জনপ্রিয়। কম গতি সম্পন্ন হলেও রোগী আনা নেওয়ায় বেশ কাজের। তিনি ভাবলেন, ভ্যান গাড়িকে ছোট অ্যাম্বুলেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও এমবিবিএস চিকিৎসক যদি সপ্তাহে একদিন/দুই দিন দুর্গম অঞ্চলের কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদান করে তাহলে এই অঞ্চলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার শুন্য কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব। এটুআই এর সাথে পরামর্শ করলাম ও সুইডিস এনজিও এগিয়ে আসল। কিনে দিল রিক্সা ভ্যান ও মোবাইল ফোন। একজন বেকার যুবককে একটি ভ্যান ও মোবাইল দেওয়া হলো। ভ্যান চালকের মোবাইলে কল আসলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গর্ভবতী মাকে সঠিক সময়ে নিয়ে যাবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ছিল অক্টোবর/১৪ইং হতে সেপ্টেম্বর/২০১৫ইং পর্যন্ত ছিল যার কার্যক্রম বর্তমানেও চালু আছে।”

প্রকল্পটির লক্ষ্য : কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের এলাকা নির্ধারণ করে সেখানকার গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের সকল শিশুকে সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। যার উদ্দেশ্য মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো এবং দৈনন্দিন শারিরীক ভোগান্তি কমানো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারি জনগোষ্ঠী তৈরী করা।

প্রকল্পের উপকার ভোগীর সংখ্যা: কমিউনিটিতে বসবাসরত সকল গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের নিচের সকল শিশু এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। বর্তমানে নিবন্ধিত গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা ১৬৪ জনের মধ্যে ঝুকিপূর্ণ প্রসবের সংখ্যা ৩০জন। বর্তমানে নরমাল ডেলিভারীর সংখ্যা ০৪টি। ৭৫২ জন শিশু চিকিৎসা সেবাগ্রহণ করছেন। জানুঃ ১৬- মেঃ ১৬ পর্যন্ত ২০১৮ পর্যন্ত।

ইনোভেশন: সিডিউল অনুযায়ী ঐ কমিউনিটি ক্লিনিকে (পাইলটভুক্ত সাধনপুর সি সি এলাকা) প্রেষনে একজন ডাক্তার নিয়োগ করা হয়। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা চিহ্নিতকরণ। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে তিন চাকার একটি ভ্যানগাড়ী ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রয়োজনে উপজেলা হাসপাতালে প্রসবের জন্য প্রেরণ করবে। ০২টি মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়। ১টি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকে ও ১টি ভ্যানচালকের কাছে প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য। ডাক্তারের মাধ্যমে ৫বছরের নীচে সকল গুরুতর অসুস্থ শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়।

৩ চাকা বিশিষ্ট ভ্যানগাড়ী (মিনি এ্যাম্বুলেন্স)

প্রকল্প অনুযায়ী নতুন কার্যক্রমঃ

সিডিউল অনুযায়ী ঐ কমিউনিটি ক্লিনিকে (পাইলটভুক্ত এলাকা) প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ডাক্তার নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা চিহ্নিতকরণ। প্রয়োজনে ভ্যানগাড়ীতে করে উপজেলা হাসপাতালে প্রসবের জন্য প্রেরন করা হচ্ছে। ২টি মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে যার ১টি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকে ও ১টি ভ্যানচালকের কাছে যার মাধ্যমে জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগ করাহয়। ৫বছরের নিচে সকল শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সেবা প্রদানের পদ্ধতিঃ

পূর্ববর্তীঃ কমিউনিটিতে চিকিৎসক প্রেষনে নিয়োগ ছিল না। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা নির্ধারন করা হত না। যাতায়াতের বা যোগাযোগে মাধ্যম না থাকায় সময়মত উপজেলা হাসপাতালে না পৌছানোর কারনে মৃত্যু হার বেশী হয়।

প্রেষণকৃত ডাক্তারকর্তৃক গর্ভবতী মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

স্বাভাবিক প্রসব

পরবর্তীঃ কমিউনিটিতে প্রেষনে চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়। ফলোআপের মাধ্যমে ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা নির্ধারন করা হয়। যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ভ্যান গাড়ী চালু রাখা ও জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করার মাধ্যমে দ্রুত হাসপাতালে পৌছানো যায় ফলে ঝুকি ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কম হয়।

টিসিভির আলোকে অর্জিত ফলাফল: একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভকালীন সময়ে ৪-৬ বা চেকআপের জন্য প্রকল্প এলাকা হতে উপজেলা হাসপাতালে আসতে হয় যার ফলে সময় খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় ও লাঘব হয়।

বিবরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে
সময়	০৩-০৬ ঘন্টা	০১-০২ ঘন্টা
খরচ	২৫০০-৩০০০ টাকা	অনেক কম ক্ষেত্র বিশেষে একেবারে নাই
যাতায়াত	যানবহনের অপ্রতূল্যতা, ঝুকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল	সহজ ও নিরাপদ

প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতির অবস্থা: পাইলট প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বসবাসরত সকল গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের নিচের সকল শিশু সঠিক সময়ে সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের সঠিক সময়ে রেফার্ড করে মা ও শিশুমৃত্যু হার কমানো সম্ভব হয়েছে। যা প্রকল্প চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ০ (শূন্য)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্পভুক্ত এলাকার জনগণ খুবই উজ্জীবিত এবং আনন্দিত। এই প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে গত ১৮/০৮/১৫ ইং তারিখে উপজেলা পরিষদের উদ্দ্যেগে মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ আরো ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি ভ্যানগাড়ী ও ২টি করে মোট=২৮টি মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট সিএইচসিপিদের হাতে তুলে দেন।

জনাব আব্দুল ওয়াদুদ দারা, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ এই প্রকল্পটিকে আরো বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন। প্রকল্পের সফলতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে তিনি সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সুইস রেডক্রসকর্তৃক পরিদর্শন

স্থানীয় সাংসদকর্তৃক প্রদানকৃত ভ্যানগাড়ী ও মোবাইল ফোন বন্টন কার্যক্রম সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ও উদ্ভাবক ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ আচার্য (ডানে) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকর্তৃক পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে স্থানীয় সাংসাদ কর্তৃক আরো ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ভ্যানগাড়ী ও মোবাইল ফোন প্রদান করছেন।

প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালের ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত শোকেসিংয়ে প্রকল্পটি রেপ্লিকেশন ও স্কেল আপের জন্য নির্বাচিত করেছে। বাংলাদেশে ৬৪ জেলা প্রশাসককে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সচিব স্বাক্ষরিত ডিও লেটার প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রকল্পটিকে সারা বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিককে ভিত্তি ধরে (যে সকল এলাকার দুরত্ব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে দূরে) বাস্তবায়নের জন্য কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধন পুরের মত সারা বাংলাদেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার দ্রুত কমানো সম্ভব হবে। প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হলে সেই এলাকার অন্তত ০১ জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে স্থানীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় জনগণকে সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া সিভিল সার্জন, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সর্বপরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় এর নৈতিক সমর্থনসহ সার্বিক সহযোগীতা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানীয় জনগন/কমিউনিটি গ্রুপ/স্থানীয়প্রশাসন/ এনজিও এবং স্থানীয় বিত্তবান ব্যাক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সকলের আন্তরিকতা ও সমন্বয় সাধন করলে সারা বাংলাদেশে এই প্রকল্পটির অনুরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রকল্প সম্পর্কে কর্তৃক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণমূলক উপস্থাপনা ডাঃ গোপেন আচার্যের

উদ্ভাবনের শিরোনামঃ নিরাপদ প্রসব চাই, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চল যাই।

(প্রসূতি কার্ড ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক উপহার প্রদান করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাসকরণ প্রকল্প।)

পটভূমিঃ

আমরা জানি বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে প্রায় এক শত সত্তর জন, নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে প্রায় বিশ জন, প্রসব পূর্ব সেবা নেয়ার হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং অস্ত্রপচারে শিশু জন্মের হার শতকরা একত্রিশ ভাগ এবং বাংলাদেশে যতজন মাতৃমৃত্যু হয় তার শতকরা চুয়ান্ন ভাগ মায়ের মৃত্যু ঘটে বাড়িতে প্রসব জনিত কারণে।

যে ভাবে যাত্রা শুরুঃ

আমি রীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে পদায়িত হলে লক্ষ করি, বীরগঞ্জ উপজেলায় মাতৃ মুত্যুর অন্যতম কারণ গর্ভবতী মায়েদের বাড়িতে প্রসব প্রবনতা।

ক) বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থানীয়ভাবে "চাকাই হাসপাতাল" নামে অধিক পরিচিত। ২০১৭ সাল হতে ০৪(চার) জন চিকিৎসক ও ০৫(পাঁচ) জন মিডওয়াইফ এর সমন্বিত দলীয় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে কিছু উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে গর্ভকালীন সেবা (এএনসি) ও প্রসবোত্তর সেবা (পিএনসি) প্রদানের লক্ষ্যে একটি কর্ণার স্থাপন করা হয়। সেখানে হতে মহিলা মেডিকেল অফিসার ও মিডওয়াইফগণ মানসম্পন্ন মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন। ৫০ শয্যায় উন্নীত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আন্তঃবিভাগে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত সুবিধা সম্বলিত ০১টি মাতৃস্বাস্থ্য ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সচেতন জনগণ এ মহতী উদ্যোগের সাতে একাত্বতা প্রকাশ করেন। তাদের আর্থিক সহায়তায় এ কর্মসূচীতে ০৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ০১টি রোগী কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। যেখান থেকে গর্ভবতী মায়েদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়, যদি সেটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে না থাকে। উপজেলা পরিষদ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের তরফ হতে প্রতিটি নবজাতককে একটি উপহার প্যাকেজ দিয়ে স্বাগত জানানো হয়, যাতে ০১ টি সুতি পোশাক, ০১ টি বেবি সাবান ও ০১টি শিশুদের মশারী থাকে।

খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় কর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, স্থানীয় গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্থানীয় প্রনীত মাতৃস্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয় যাতে তারা এগুলো পূরন করে গর্ভবতী মায়েদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করেন। মাতৃস্বাস্থ্য কার্ডে যিনি গর্ভবতী মাকে রেফার করেন তার মোবাইল নম্বর থাকে। তাই যখনই কোন গর্ভবতী মা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে উপস্থিত হন তখনই তাৎক্ষণিকভাবে যিনি

রেফার করেছেন তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ মায়ের অবস্থা ও জানিয়ে দেয়া হয়। এত স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত, তারা নিজেদের খুব সম্মানিত বোধ করেন এবং অধিকতর সক্রিয় অংশগহণে অনুপ্রানিত হন। বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সহযোগিতায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি আধুনিক ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চরক্তচাপ ও ডায়বেটিস রোগীদের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেটি প্রতি মঙ্গল ও বুধবার পরিচালিত হয়। এখান হতে নির্ণীত এবং চিকিৎসাধীন উচ্চরক্তচাপ ও ডায়বেটিস রোগীদের পরামর্শ কার্ড প্রদান করা হয় যাতে তারা নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক চেকআপ করাতে পারেন, বিশেষতঃ যাদের বাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে অনেক দূরে এবং দূর্গম এলাকায়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানকারীগণ এসব রোগীদের অনুসরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে উপদেশ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে রোগীদের সময়, কষ্ট ও অর্থের সাশ্রয় হয়। বর্হিবিভাগ ও আন্তঃবিভাগের রোগী ও দর্শনার্থীদের জন্য সম্প্রতি "আমরা জানব, শিখব, অনুশীলন করব এবং সুস্থ জীবন যাপন করব" শীর্ষক একটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব মহোদয় গনের পরিদর্শন

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান, মাননীয় সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়-১০/১/২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করেন

জনাব মোঃ মোস্তাক হাসান এনডিসি, মাননীয় অতিরিক্ত সচিব ও জনাব, মোঃ খলিলুর রহমান, মাননীয় যুগ্ম সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়- গত ০৮/০২/২০১৯ ইং তারিখ পরিদর্শন করেন।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মাননীয় যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়-০১/৯/২০১৮ তারিখে বীরগঞ্জ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরিদর্শন করেন

মর্যাদাপূর্ণ মানসম্পন্ন সেবার সাথে আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:

- গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিনামূল্যে ম্যাটারনিটি কার্ড প্রদান;

- উপজেলার সকল গর্ভবতী মায়েদের ডাটাবেজ প্রণয়ন;
- টেলিফোনিক বার্তা ইউনিট হতে সকল গর্ভবতী মায়েদের মনিটরিং করা;
- গর্ভবতী মা ও তাদের অভিভাবকদের হাসপাতালে প্রসবের বিষয়ে উৎসাহিত করা;
- হাসপাতালে প্রসবের পর নবজাতককে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা উপহার প্রদান।

এসকল পদক্ষেপের ফলে হাসপাতালে প্রসবের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- বিদ্যমান ল্যাকটেশন কর্ণার এর মাধ্যমে প্রতিটি মা'কে শিশু স্বাস্থ্য, বুকের দুধ ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- "আপনার ডাক্তার" কর্মসূচীর আওতায় সেবাদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের একত্রে বসে মত বিনিময় এবং সমস্যা থাকলে উত্তোরনের উপায় বের করা;

মাতৃস্বাস্থ্য ইউনিট এর সামনে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। এখানে অনেক রকম বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, জাতীর জনকের জীবন আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী, খ্যাতিমান লেখকদের উপন্যাস, ছোট গল্প, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সহ হরেক রকম বই। চমৎকার এই লাইব্রেরীতে বসে রোগীদের সহযোগী এমনকি রোগীরা তাদের পছন্দের বই পড়তে পারেন-অনেক বিষয় জনতে পারেন। এটি হাসপাতালের পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে এবং একই সাথে তারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করেন। রোগী, তাদের আত্মীয় স্বজন ও সহযোগীদের জন্য পৃথক এবং সুসজ্জিত ডাইনিং হল এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে তারা সম্মানের সাথে তাদের খাবার খেতে পারেন। তারা এ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ফলে ওয়ার্ডগুলো পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিছন্ন এবং স্বাস্থ্য সম্মত থাকে।

ফলাফলঃ-

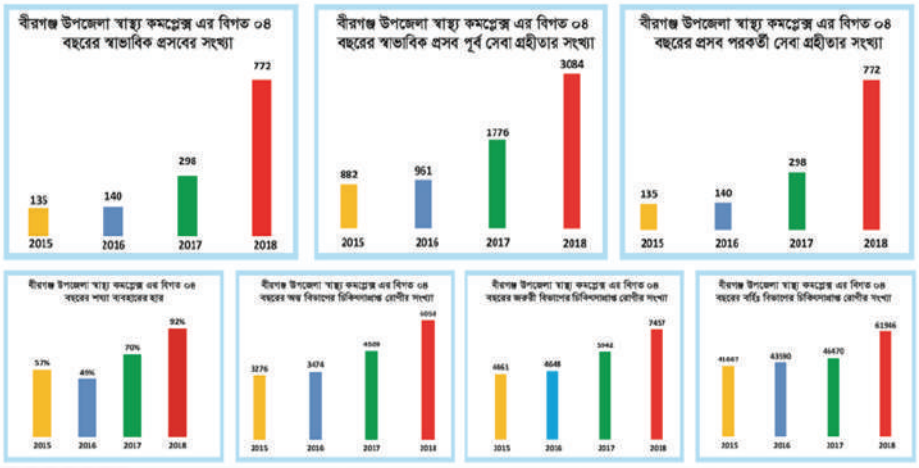

সময়োপযোগী উদ্ভাবনীমূলক এ সকল উদ্যেগের ফলে ২০১৮ সালে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ৭৭২ টি স্বাভাবিক প্রসব অনুষ্ঠিত হয়েছে যা পূর্বের সাল অপেক্ষা বেশী এবং তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আমাদের এ সকল উদ্যেগের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্কুল কলেজের শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তারা এ সকল বাস্তবায়নে তাদের সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছেন এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এ সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ জরুরী প্রসূতিসহ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে উলেখযোগ্য অবদান রাখার রীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

উদ্ভাবকের নামঃ
ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
সিভিল সার্জন, নীলফামারী।